দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 03 DEC 2008

# ২৭তম বিসিএসের ১ম ফলাফলে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পিএসসিতে অবস্থান ধর্মঘট ভাংচুর বিক্ষোভ

## ৪০ জনের বিরুদ্ধে মামলা গ্রেফতার ১৭

স্টাফ রিপোর্টার

২৭তম বিসিএসের প্রথম ফলাফলে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা গতকাল (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে পিএসসির সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ৫ ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তারা। বিক্ষোকারীরা পিএসসির চেয়ারম্যানের গাড়ীসহ কমিশন অফিসের দরজা-জানালার কাচ ও ফুলের টব ভাংচুর করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১৭ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনা চলাকালে পিএসসির সব ধরনের কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। এ ঘটনায় পিএসসির সহকারী সচিব

পৃঃ ৪৫ ক ৪৬

# পিএসসিতে অবস্থান ধর্মঘট ভাংচুর বিক্ষোভ

*প্রথম পৃষ্ঠার পর*

মোঃ আশরাফুল ইসলাম বাদী হয়ে কাফরুল থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় ৪০ জনকে আসামী করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ২৭তম বিসিএসের বাদপড়া ৩৫ থেকে ৫০ জন প্রার্থী পিএসসিতে যান। তারা পিএসসির ভেতরে ঢুকে প্রধান দুই ফটক আটকে দেন। পরে পিএসসির প্রবেশ পথের প্রধান ফটকে (কলাপসিবল) তালা লাগিয়ে দেন। এসময় ভেতরে আটকা পড়ে থাকে পিএসসির চেয়ারম্যান ড, সা'দত হোসেনসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এরপর তারা ওই ফটকে একটি ব্যানার টানিয়ে ফটকের সামনে অবস্থান নেন। তাদের ব্যানারে লেখা ছিল '২৭তম বিসিএসের ১ম ফলাফলে উত্তীর্ণদের স্ব-স্ব ক্যাডারদের নিয়োগের দাবির প্রেক্ষিতে সরকারের প্রতিশ্রুতির দ্রুত বাস্তবায়নে অবস্থান ধর্মঘট'। এরপর তারা সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ফটকের বাইরে কক্ষের-জানালা-দরজার কাচ ও বারান্দায় থাকা ফুলের টব ভাংচুর করে। এসময় বিক্ষোভকারীরা পিএসসির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে নানা শ্লোগান দিতে থাকেন। তারা চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি জানান। চাকরি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। যদি চাকরি না দেয়া যায় তাহলে সকলেই এক সঙ্গে আত্মাহুতি দেবেন বলে তারা জানান। এদিকে সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তারা পিএসসির প্রধান ফটকের বাইরে অবস্থান নেয়। পুলিশ প্রধান ফটক ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। পুলিশ আন্দোলনকারীদের ঘিরে রাখে। পুরুষ পুলিশের পাশাপাশি মহিলা পুলিশও সেখানে তাদের ঘিরে রাখে। এরপর মিরপুর জোনের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার রফিক সরদার, কাফরুল থানার ওসি সালাউদ্দিন আহমেদসহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা আন্দোলনকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। এতে আন্দোলনকারীরা রাজি না হলে পুলিশ তাদের মাঝে ঢুকে পড়ে এবং ফটকে টানানো ব্যানার খুলে নেয়। এসময় আন্দোলনকারীরা পুলিশকে বাধা দেন। কেউ কেউ পুলিশের পা জাপটে ধরে রাখেন। একপর্যায়ে পুলিশ জোর করে আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে চাবি নিয়ে গেট খুলে দেন। পরে আরো অতিরিক্ত পুলিশ এসে দুপুর দেড়টার দিকে আন্দোলনকারীদের মধ্যে মামুন (শিক্ষা), সেলিম (প্রশাসন) ও অপুসহ (অডিট) ১৭ জনকে আটক করে কাফরুল থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে এ ব্যাপারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকরা পিএসসির চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেননি। পরে তার ব্যক্তিগত সহকারী মনজুরুল হোসেন চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্যে জানান, ২৭তম বিসিএসের সুপারিশ না পাওয়া কতিপয় ক্ষুব্ধ প্রার্থী সরকার এবং পিএসসিকে বিবাদী করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেছেন। মামলা দু'টি হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে বিধায় এ ব্যাপারে নতুন কোন বক্তব্য রাখার পক্ষপাতী নয় পিএসসি। পত্রিকায় ২৭তম বিসিএসের সংবাদ বা মন্তব্য পরিবেশনের মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে মর্মে পিএসসি আশংকা প্রকাশ করে উল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে জানায়, সরকার ও পিএসসি মামলা দু'টি আইনি প্রক্রিয়ায় দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতে আগ্রহী।

অন্যদিকে, ২৭তম বিসিএসে বঞ্চিত আন্দোলনকারীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তারা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ভিসি অফিস ঘেরাও করে শ্লোগান দিতে থাকে। পরে ভিসির সঙ্গে দেখা করে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি ও অবিলম্বে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করার দাবি জানান। এরপর বেলা ২টার দিকে পুনরায় ভিসির সঙ্গে বৈঠক করেন শিক্ষার্থীরা। বৈঠকে ভিসি প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ তাদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলব। এরপর পুনরায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে রাজু ভাস্কর্যের পাশে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন।